NARAJOLE RAJ COLLEGE

Subject – Sanskrit **Topic – Critical Survey of Sanskrit Drama**

Teacher – Barnali Banerjee

কালিদাসের পরিচিতি ও তার দৃশ্যকাব্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ :

প্রাচীনযুগের ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠ কবি হলেন কালিদাস। সংস্কৃতসাহিত্যের নাটকজগতে ভাস ও সৌমিল্যের পর নতুন নাট্যকার উঠে এলেন ।বর্তমানকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পন্ডিতগণ ও এবিষয়ে একমত হয়েছেন যে- পৃথিবীতে সব দেশে সব কালে যত কবি আবির্ভূত হয়েছেন, মহাকবি কালিদাস তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান পাবার যোগ্য। কালিদাসের কাব্যই তাঁকে এই দুর্লভ গৌরবের অধিকারী করেছে । তাঁর কাব্যে ও দৃশ্যকাব্যে (নাটকে) পুরাণ ও ভারতীয় দর্শনের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর জীবন কাহিনী সম্পর্কে বিশেষ নির্ভর যোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না ।

কালিদাসের সময়কাল নিয়ে বিবিধ মত প্রচলিত আছে। কেউ বলেন তিনি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ছিলেন শুঙ্গবংশীয় রাজা, যাঁর শাসনকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫-৪৮ অব্দ। অপর মতে, তার সময়কাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্তের সভা কবি হিসাবেই তার খ্যাতি সমধিক।কালিদাসের বহু রচনায় দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, রাজধানী উজ্জয়িনী ও রাজসভার উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত গ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ আছে।মনে করা হয় যে, খ্রিঃপূঃ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে কালিদাস বর্তমান ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হল, ঐতিহাসিকগণ উক্তসময়ে কোন বিক্রমাদিত্যের সন্ধান পাননি। অথচ লোক শ্রুতি বলে,সম্রাটবিক্রমাদিত্যেরই নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস। ভারতের ইতিহাসে শকারী বিক্রমাদিত্য নামে যিনি খ্যাত হয়ে আছেন তিনি শক আক্রমণকারীদের বিতাড়ন করে শকারী নাম গ্রহণ করেছিলেন ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। তিন তার

ছয়শো বছর পূর্ববর্তীকালকে আরম্ভ ধরে নিজের নামে ভারতবর্ষে বিক্রমাব্দ প্রতিষ্ঠা করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের এই মতবিচার টিকল না। কেননা, পঞ্চম শতকে পশ্চিমভারত গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজেই ষষ্ঠশতকে হূণ বিতাড়নের প্রশ্ন অবান্তর। এই শতকের গোড়ায় যিনি হূণদের ভারত থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, তিনি কোন বিক্রমাদিত্য নন। তার নাম যশোবর্মন বা বিষ্ণুবর্মন। পন্ডিতগণ মনে করেন যে, গুপ্তযুগের চরমসমৃদ্ধি যার রাজত্বকালে সম্ভব হয়েছিল, তিনি হলেন সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয়চন্দ্রগুপ্ত(৩৮০৪১৩খ্রিঃ)। ইনিই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

মহাকবি কালিদাস ছিলেন এই বিক্রমাদিত্যেরই সভাকবি। ইনি সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের পুত্র কুমারগুপ্ত(৪১৩-৮৫৫খ্রিঃ) এবং তার পুত্র স্কন্দগুপ্তের কালেও বর্তমান ছিলেন।

মহাকবি কালিদাসের রচনা সংস্কৃতসাহিত্যের কাব্য গীতিকাব্য ও নাটক এই তিনটি ধারাকেই পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছে। কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও মালবিকাগ্নিমিত্র ম্নামে তিনটি দৃশ্যকাব্য রচনা করেছিলেন।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ -

পঞ্চম অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকটি উপরূপক শ্রেণীর নাটিকা । শূঙ্গবংশীয় নৃপতি অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মাধবসেনের ভগিনী মালবিকার প্রেমকাহিনী এই নাটকটিতে বর্ণিত হয়েছে ।

NARAJOLE RAJ COLLEGE

শৃঙ্গার রসপ্রধান নাটকটি দ্রুতলয়ে ক্রমপরিণতির দিকে অগ্রসর হয় । ধারিনীর ধীর স্থির বিচক্ষণ ও উদার চরিত্র, ইরাবতীর ঈর্ষ্যা , বিদূষকের বন্ধুসহায়তা সবকিছুই জীবন্ত । রচনারীতি বৈদর্ভী, ছন্দ ও অলংকার যথার্থভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে ।

বিক্রমোর্বশীয়ম্ :

বৈদিক পৌরাণিক প্রেম- উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি মিলনান্তক ত্রোটক শ্রেণীর । নেমিদানবের দ্বারা আক্রান্তঊর্ব্বশীকে পরোপকারী নৃপতি উদ্ধার করলে পরস্পররূপমুগ্ধ হন । অতঃপর উভয়ের বিচ্ছেদ ও দীর্ঘ ঘাত - প্রতিঘাতের পর উভয়ের মিলন এভাবে কালিদাস বিয়োগান্তক নাটকটিকে মিলনান্তক নাটকে পর্যবসিত করেছেন ।

ধীর , নায়ক , প্রেমিক ও অপত্যস্নেহের পিতারূপে পুরূরবা , ঊর্ব্বশীর বিরহ, প্রকতিতে প্রেমিকার সন্ধান সত্যি হৃদয়বিদারক ।বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির সংমিশ্রণে রচিত নাটকটিতে ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগ রয়েছে ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ :

সপ্তাঙ্ক সমন্বিত এই নাটকটি কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ।মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকটির প্রতিপাদ্য বিষয় দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রেম । যৌবনের তাড়নায় অবিবেচকের মত দৈহিক কাহিনীকে বিরহের অনলে দগ্ধ করে এক অনন্য নাটক করে তুলেছেন কবি ।

মূল্যায়ন -

NARAJOLE RAJ COLLEGE

Subject – Sanskrit **Topic – Critical Survey of Sanskrit Drama**

Teacher – Barnali Banerjee

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি, রাজাদের রাজ্য শাসন প্রণালী এমনকি বিভিন্ন স্থানের নিখুঁত ভৌগোলিক বিবরণ কালিদাসের বিভিন্ন রচনা থেকে পাওয়া যায়। তার রচনায় ব্যবহৃত অনুপম উপমা ও তার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাই দেশে বিদেশে কালিদাস বিদগ্ধজনের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার সাথে কালিদাসের কবি প্রতিভার এক অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব সংস্কৃতসাহিত্য অনুশীলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের গঠনে কালিদাসের সাথে স্বাভাবিক ঐক্য ছিল। ঐকারণে সংস্কৃতসাহিত্যের কবি বর্গের মধ্যে তিনি কালিদাসের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অন্য একাধিক কবির বন্দনা করেছেন বটে কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে কেমন যেন একটা তটস্থতা আছে।

কালিদাসের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে স্তুতি করেছেন তার মূলে আছে তন্ময়ীভাব বা complete indentation. এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিলেন, তিনি নিজে ও কালিদাসের মুগ্ধ ভক্ত। সাহিত্য সমালোচনা মহলে চালু আছে যে রবীন্দ্ররচনার বহু উপাদান কালিদাসের সৃষ্টির থেকে গৃহীত। তবে একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনা থেকে যে সমস্ত উপাদান গ্রহণ করেছেন, তা প্রতিভার দ্বারা আপনার সম্পদ করে তুলেছেন। তাকে বহু গুণ মূল্যবান করেন তুনসৃষ্টী রূপে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। কালিদাসের কাব্যের প্রেম, বিশেষ করে বিরহ, প্রকৃতির রহস্যময়তা প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনুরূপভাব সেখানে অঙ্কিত হয়েছে, সেখেনে এইসকল ভাবের ব্যপকতা ও গভীরতার তারতম্য লক্ষ করা যায়।

NARAJOLE RAJ COLLEGE

Subject – Sanskrit **Topic – Critical Survey of Sanskrit Drama**

Teacher – Barnali Banerjee

কালিদাসের কাব্য যা অস্পষ্ট বা Classical কাব্য সুলভ সাধারণী কৃত ভাবমাত্র, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তা প্রায় ব্যপক, গভীর, সূক্ষ্ম পরিমার্জিত ও ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির স্পন্দনে আবেগ ময় ও প্রাণচঞ্চল। কালিদাসীয় কাব্যের রসে, রবীন্দ্র কবিচিত্ত কালিদাসেরই চিত্তবৃত্তির সঙ্গে এমন ভাবে এক হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য স্থানে সেই প্রাচীনকাব্যের আবহাওয়া অবলীলাক্রমে আপনকাব্যে ঘনিয়ে তুলেছেন।কালিদাসের সেই কবি খ্যাতি তার সমসাময়িক কবি সমাজের ঈর্ষাবিষোদ্গারকে উপেক্ষা করে অম্লানরূপে বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বেলাও তেমন তীক্ষ্ণ দ্যুতি শেষ পর্যন্তজয়ী হয়ে উদ্ভাসিত করেছে। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের দুই প্রতিনিধি স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। দুজনের কবিমানসের মৌলিকগঠন এত সুগভীর অন্তরঙ্গ সূত্রে আবদ্ধ যে কাব্যরসিকগণের নিকট এটি একটি পরমরহস্য বলে মনে হয়।

[বিবিধ জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সহজতর বোধনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে]